কবিতার গান - গানের কবিতা

আনিসুর রহমান

সিডনীতে কিছু কবিতা পাগল মানুষ আছেন যারা গত দু'বছর ধরে ঘরোয়া ভাবে সিডনীর বিভিন্ন পাড়ায় কবিতা পাঠের আসর আয়োজন করে আসছেন। আসরের নাম কবিতা বিকেল হলেও এর মধ্যে কিছু নাচ কিছু গান কিছু আলাপাচরিতার সাথে বিকালের নাস্তা এবং রাতের খাবারও থাকে। সত্যিকার অর্থেই কবিতা বিকেল একের ভেতরে পাঁচ। তবে এর মূল উপজীব্য কবিতা।

গত ২০ শে জুন, শনিবার, কোয়েকার্স হিল কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো কবিতা বিকেলের ২য় জন্মদিন। সারা বছর অনুষ্ঠানগুলি ঘরোয়া ভাবে হলেও জন্মদিনের আয়োজন থাকে সবার জন্য উন্মুক্ত। অমি নিজেও কবিতা বিকেল পরিবারের একজন ছোটখাট সদস্য। কাজ কাম কিছু করিনা, রিহার্সালে যেতে পারি না তবে মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলে দু'একটা কবিতা পড়ি। এমন সুবিধাবাদী সদস্যপদের আয়ু সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়না। কোন সংগঠনের সদস্য হয়ে সেই সংগঠনের কোন অনুষ্ঠানের ওপর নিরপেক্ষ ভাবে রিপোর্ট লেখা খুব কঠিন কাজ। না যায় প্রশংসা করা না যায় সমালোচনা করা। প্রশংসা করলে অনুষ্ঠান যাদের ভালোলাগেনি তারা বলবেন দেখেছো - কি অনুষ্ঠানকে কিভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছে! আর সমালোচনা করলে অন্যান্য সদস্যরা বলবেন আপনি নিজে একজন সদস্য, পত্রিকায় লিখে সমালোচনা করার দরকার কি? মিটিংয়ে এসে আমাদের বললেইতো হয়। তাই খুব ভয়ে ভয়ে, সদস্য হিসেবে নয়, একজন দর্শক হিসেবে আমার অভিব্যক্তি লেখার চেষ্টা করছি।

সাড়ে চারটার নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান শুরু করা সম্ভব হয়নি, পাঁচটা পয়তাল্লিশের দিকে ডঃ কাইয়ুম পারভেজ সম্প্রতি প্রায়ত ভাষা সৈনিক গাজিউল হকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তাঁর আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি সকলকে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালনের অনুরোধ করেন। পরে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন ডঃ আব্দুর রাজ্জাক।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বটি ছিল এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জন্য। এতে অংশ নেয় - প্রিয়েতা, জিসান, অথৈ এবং অরনী। তবলার তালে তালে সুকুমার রায়ের ছড়া, "বর্ষ এলো বর্ষ গেলো" আবৃত্তি করেছে প্রিয়েতা, জিসান এবং অথৈ। চমৎকার রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেছে অরনী। অত্যন্ত সুন্দর উচ্চারণে রবি ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতাটি আবৃত্তি করেছে প্রিয়েতা। তবে ওকে অন্য কবিতা দিয়ে এই কবিতাটি মনে হয় একটি ছেলেকে দিয়ে আবৃত্তি করালে ভালো হতো - দর্শক সারিতে মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। শেষে ছিল অথৈ এর গান - তোমার বাড়ি রংয়ের মেলা। এই পর্বটি পরিচালনা করেছেন সুরভী ছন্দা।

২য় পর্বটি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কিছু কবিতা যা পরবর্তী সময়ে গান হিসেবেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে এমন কিছু কবিতা এবং গান দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই পর্বটি। অনুষ্ঠানের নামকরণ (কবিতার গান, গানের কবিতা) স্বার্থকতা পেয়েছে এই পর্বটির কারণে। মাহমুদা রুনুর কবিতার তালে তালে প্রিয়েতার নাচ দিয়ে শুরু হয় এই পর্ব। এর পর আশিষ বাবলু'র আবৃত্তি - বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ - কবিতার সাথে ধীরে ধীরে গলা মেলালেন শিল্পী অমিয়া মতিন। কবিতা থেকে গানের মসৃন সঞ্চরণের মধ্যে কেমন একটা রেশমী পরশ ছিল যা দর্শক-শ্রোতাদের ভালোলেগেছে বলে আমার বিশ্বাস। এর পর একে একে আমরা শুনলাম - ধনে ধান্যে পুস্পে ভরা, আবার আসিব ফিরে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, অবাক পৃথিবী, বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, রানার এবং স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা। একই নাটকীয় ভঙ্গীতে কবিতা দিয়ে শুরু এবং ধীরে ধীরে গানের গভীরে প্রবেশ। কথা থেকে সুর - সুরের জন্য কথা। মাঝে পল্লীকবি জসিম উদ্দিনের তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয় কবিতাটি সম্পূর্ণ মুখস্ত আবৃত্তি করেছে আলাভী আর অরিয়া - দুই বোন। উচ্চারণ এবং উপস্থাপনা দু'টোই নিখুঁত। আমরা যারা বই খুলে আবৃত্তি করি তাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে এদেশে বেড়ে ওঠা ছোট্ট দু'টি মেয়ে। কাইয়ুম পারভেজ যখন রানার গানটা ধরলেন তখন মনে মনে তার সাহসের প্রশংসা করছিলাম। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি গানটা তিনি সত্যিই চমৎকার গেয়েছেন। শামসুর রাহমানের স্বাধীনতা তুমি কবিতাটির সম্প্রতি সুর দিয়েছেন চঞ্চল খান। তামিমার গলায় খুব ভাললেগেছে গানটা। ২য় পর্বে অংশ নিয়েছেন - মাহমুদা রুনু, প্রিয়েতা, শাহিন শাহনেওয়াজ, কবিতা পারভেজ, মমতা চৌধুরী, আশিষ বাবলু, অমিয়া মতিন, আলাভী, আরিয়া, তামিমা, বিলকিস ও কাইয়ুম পারভেজ।

আলাভী এবং অরিয়া

৩য় পর্বটি সাজানো হয়েছিল প্রেমের কবিতা দিয়ে। আবৃত্তি করেছেন শাহিন শাহনেওয়াজ, মমতা চৌধুরী, মাহমুদা রুনু, কবিতা পারভেজ, আয়াস চৌধুরী, অমিয়া মতিন, বিলকিস, তাসফিক রাহমান লিটন, সুরভী ছন্দা এবং আমি নিজে। মাঝে গান করেছেন - নাজমুল খান, অমিয়া মতিন এবং তামিমা। এই পর্বের বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রেম প্রসঙ্গে অশিষ বাবলুর রসালো উপস্থাপনা। প্রেম সম্পর্কে তার একটি ছড়া অনুষ্ঠানে হাস্যরস সঞ্চার করেছিল প্রচুর।

তুমি লাঠি আমি সাপ
তুমি কফি আমি কাপ
তুমি নদী আমি ঢেউ
আমি কুকুর তুমি ঘেউ!

তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে সব নারীরা এসেছিলেন তাদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন এবং দর্শক শ্রোতারা গভীর আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেম উপাখ্যান শোনেন।

অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাহমুদা রুনু। তিনি মঞ্চসজ্জার জন্য নায়না এবং তবলায় সঙ্গত করার জন্য মিহিরকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান।